



## শিপার্স কাউন্সিল অফ বাংলাদেশ Shippers' Council of Bangladesh

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য শিপার্স কাউন্সিল অফ বাংলাদেশের সুপারিশমালা

ক্রমিক নং	প্রস্তাব/সুপারিশ	যুক্তি
১	এক্সপোর্ট সিএফএস স্থাপনসহ সিএফএস নীতিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব করছি।	রপ্তানিপণ্য নিতে আসা জাহাজ জেটিতে আসার আগেই বন্দর ইয়ার্ডে কন্টেইনার রাখতে হয়। কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। ফলে বিভিন্ন অফডক থেকে রপ্তানিপণ্য জাহাজে আনতে হয় ট্রেইলারে করে। একই সময়ে শত শত ট্রেইলার বন্দরে প্রবেশের কারণে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে রপ্তানি কন্টেইনার পাঠাতে বিলম্ব হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে ফরওয়ার্ডারদের বা ওয়ারহাউস ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী সহজ শর্তে রপ্তানি সিএফএস স্থাপন হলে রপ্তানি বাণিজ্য গতি আসবে।
২	পাট খাতে বিদ্যমান সকল প্রকার ভ্যাট ও উৎসে কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করা হলো।	পাটের সোনালী দিন ফিরিয়ে আনা এবং দেশের পাটকলগুলোর টিকে থাকার স্বার্থে ভ্যাট ও উৎসে কর প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।
৩	পাট রপ্তানি খাতে বিশেষ প্রণোদনা দেওয়ার সুপারিশ করছি।	বৈশ্বিক মহামারি করোনার ধাক্কায় পুরো বিশ্বের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। সেই ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও। ফলে পাট খাতের ব্যবসায়ীরা চরম সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পোশাক রপ্তানি টিকিয়ে রাখতে সরকারের আর্থিক প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে পোশাক শিল্প। একইভাবে সোনালী আঁশ খ্যাত পাট রপ্তানি খাতে প্রণোদনা দেওয়া হলে ব্যবসায়ীরা উৎসাহ পাবেন, দেশের অর্থনীতি গতিশীল হবে।
৪	এসএমই শিল্পের বিকাশে ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করার সুপারিশ করছি।	সরকার দেশে যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়ন করছে সেখানে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সারা দেশে এসএমই শিল্পের বিকাশ। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প শক্তিশালী হলে দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুত হবে। কর্মসংস্থান বাড়বে; কমে আসবে দারিদ্র্যতার হার।
৫	ব্যক্তি শ্রেণির কর : (ক) ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার কর মুক্ত আয়ের সীমা ৩,০০,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে নিম্ন বর্ণিত হারে আয়করের হার পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করছি। <ul style="list-style-type: none"><li>প্রথম ৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - শূন্য</li><li>পরবর্তী ৫,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ১০%</li><li>পরবর্তী ৭,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ১৫%</li><li>পরবর্তী ৮,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ২০%</li><li>পরবর্তী ৫০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর - ২৫%</li><li>অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ৩০%</li></ul>	অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার বা চাহিদা মেটানোর অর্থ ব্যয়ের পর উদ্ভূত অর্থ থেকে সে তার অন্যান্য ব্যয় ও প্রয়োজনে সঞ্চয় করে থাকে। বর্তমানে মধ্যবিত্তের আয়-হাস, বিপরীতে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির ফলে মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যয় বৃদ্ধি সহ অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি করোনা মহামারি সংকটে অনেকেই চাকরি হারিয়েছেন। ফলে পরিবারের ব্যয় মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এ অবস্থায় বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়ানো প্রয়োজন।

## Budget

৬	মহিলা করদাতা ও বয়স্ক নাগরিক (৬৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব বয়স) এর ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪,০০,০০০/- টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৭৫,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪,৭৫,০০০ টাকা করা যেতে পারে।	ক) নতুন নতুন করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করতে কর মুক্ত আয়ের সীমা নির্ধারণে বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা প্রয়োজন। খ) সকল মানুষের কাছে সহনীয় হলে কর প্রদানের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। ফলে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে রাজস্ব আয় বাড়বে; কর ফাঁকি কমবে। গ) ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ হ্রাসের ফলে কর ফাঁকি প্রদানের প্রবণতা হ্রাস পাবে, করদাতার আওতা বৃদ্ধি পাবে, সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে।
৭	লজিস্টিকস কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় বা একজন অতিরিক্ত সচিবকে দায়িত্ব প্রদান।	বর্তমানে একাধিক মন্ত্রণালয় এবং সরকারী সংস্থা লজিস্টিকসের জন্য নীতি ও প্রবিধান নির্ধারণ করে থাকে। ফলে এই খাতের অবকাঠামো উন্নয়ন, সমন্বয়হীনতা ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় বা বিভাগ প্রতিষ্ঠা হলে এই সেক্টরের সকল সেবা প্রদানকারী ও অংশীদারদের একই নীতির আওতায় আনলে দেশের লজিস্টিক খরচ কমবে, দেশের রপ্তানি প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে। বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ব্যবহারকারী, ব্যাংক, আঞ্চলিক সংযোগ ইত্যাদি এর আওতায় থাকবে।
৮	ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং একটি পরিষেবা শিল্প ঘোষণা করার প্রস্তাব করছি।	সেবা শিল্প ঘোষণা এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে। প্রতিযোগিতামূলক লজিস্টিক অবকাঠামো সৃষ্টি হবে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশে লজিস্টিকস সেবার গুণগত মান বাড়বে এবং পরিষেবা দেশের আমদানি রপ্তানি ব্যয় কমাবে।
৯	শিপিং এজেন্ট সমূহের উপর করপোরেট কর হার কমানোর প্রস্তাব।	শিপিং এজেন্সি সমূহের আয়ের উপর ফাইনেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী ৩০% করপোরেট কর প্রযোজ্য। ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই কর হার হ্রাস করা হলে এখাতে আর্থিক বোঝা থেকে রেহাই পাবে এবং অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কর পরিশোধে আগ্রহী হবে।
১০	বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হিসেবে শিপিং এজেন্টদের আর্থিক প্রণোদনা প্রদান প্রয়োজন।	দেশের প্রচলিত বিধান মোতাবেক বিদেশ থেকে মুদ্রা গ্রহণকারীগণদের ২.৫% হারে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে শিপিং এজেন্টগণ অন্তর্ভুক্ত নন। শিপিং এজেন্টদেরকেও রেমিটেন্স গ্রহণের বিপরীতে আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হলে তাদের কার্যক্রমে উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। এতে দেশের অর্থনীতিতে সুফল বয়ে আনবে।

সর্বোপরি আমাদের প্রত্যাশা, সরকার দেশে যেসব অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়ন করছে সেখানে নতুন নতুন শিল্প কারখানা গড়ে তোলা এবং সারা দেশে এসএমই শিল্প বিকাশ নিশ্চিত করে আগামী বাজেট প্রণয়ন করবে। যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও রাজস্ব উপযোগী হয়। পাশাপাশি করোনা সংকট মোকাবেলা করে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং ব্যবসা টিকিয়ে রাখার সহায়ক হবে।

স্বা/-

(সৈয়দ মোঃ বখতিয়ার)

পরিচালক, এসসিবি